ছবির
পড়া

A Picture-Book for Class I

৪'৪

# ছবির পড়া

৭৭৭

## প্রথম ভাগ

[ প্রথম শ্রেণীর জন্য ছবির বই ]

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ., বি. টি.
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ কলেজ,
এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক

স্টুডেণ্ট্‌স্ বুক সাপ্লাই
১৫ কলেজ স্কোয়ার ঃ কলিকাতা

মূল্য—
S. B. S.
৫'০০

# স্বরবর্ণ
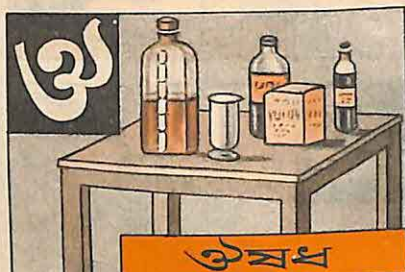
| | | | |
|---|---|---|---|
| অ | আ | ই | ঈ |
| উ | ঊ | ঋ | ঌ |
| এ | ঐ | ও | ঔ |

# ব্যঞ্জনবর্ণ

ঝ
ঝাউ

ঞ
বিড়াল

ট
টিয়া

ঠ
ঠাকুরদা

ড
ডালিম

ঢ
ঢাক
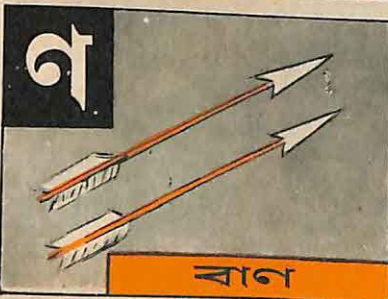
ণ
বাণ

ত
তালা

থ
থাবা

দ
দোয়াত
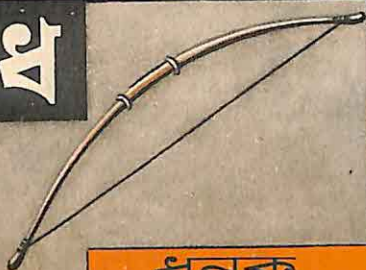
ধ
ধনুক

ন
নৌকা

প
পুতুল

ফ
ফড়িং

ব
বক

ভ
ভোমরা

ম
মোরগ

য
যব

র
রথ

ল
লাটিম

ব
বাঘ

শ
শকুন

ষ
ষাঁড়

স
সিংহ

হ
হনুমান

ড়
হাঁড়ি

ঢ়
আষাঢ়

য়
ময়না

ৎ
কাৎলা

ং
হংস

ঃ
দুঃখ

ঁ
পেঁচা

# অক্ষর গঠন-প্রণালী

ব র ক ধ ঝ দ

ড ড় ঙ জ উ ঊ

য য় ষ ফ ঘ ম

ত অ আ ভ ও ঔ

হ ই ঈ এ ঐ ঞ

ঢ ঢ় ট চ ছ ঠ

ন ল ণ শ গ প

স ৯ ৎ ং ঃ ঁ

থ খ ঋ

# ত ভ অ আ আ—া

অত

ভাত আতা

# ব র ক ধ ঝ দ

কর ধর

বক বর

ভরত আদর

ঝকঝক তকতক

কাক কাকা

কত তারা

অত ভাত কার। রাত কত আর।

# হ ই ঈ থ খ

রথ ঈদ

ইহা খাই

হাত থাবা

তাহার খাবার
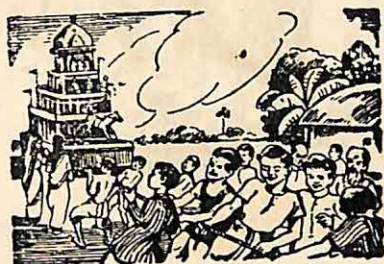
তাইতাই

বই রাখ। হাত ধর। আহার কর।
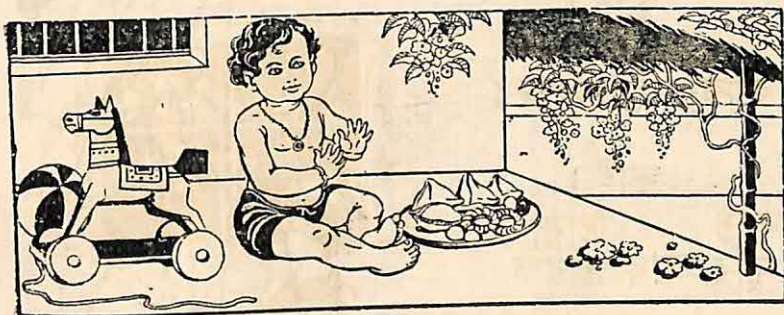
তাই তাই তাই। কত খাবার খাই।

# ই ঈ

ই—ি কি
ঈ—ী কী
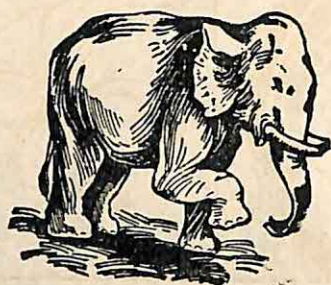
কবি ধরি রবি

বীর তীর ধীর

হাতী করবী

রবি আরতি দিদির
ভাই।
তারক ইরা দিদির
ভাই।
রবি আর তারক
বীর।

# ড ড় ঙ জ উ ঊ

ডাব বউ জবা

জাহাজ বাজার দরজা জাবর

বড় বড় ডাব। রঙ কর। ঊষা দিদি।
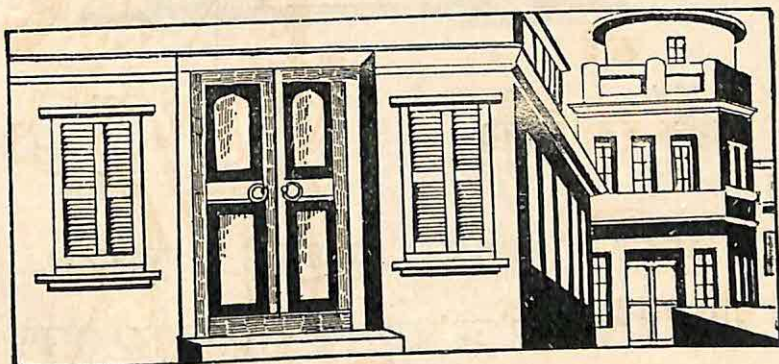
উহা রবি কাকার বাড়ী। বাড়ীর কত বড় দরজা।

উ—ু র+উ=রু। হ্+উ=হু

ঊ—ূ ধ্+ঊ=ধূ
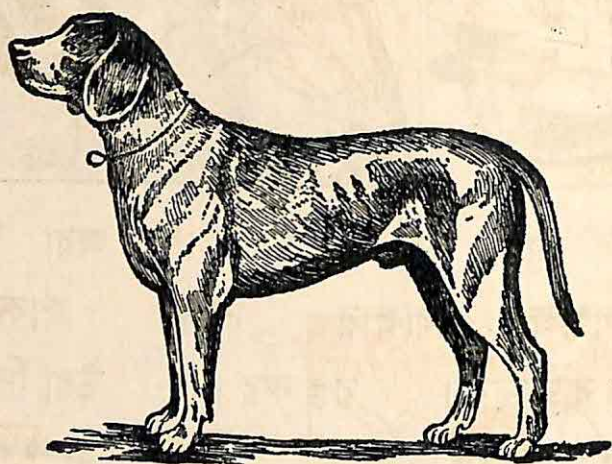
| | | | |
|---|---|---|---|
| দুধ | জুতা | রুই | বহু |
| বাবু | খুকু | দূর | বধূ |
| কুকুর | আঙুর | ঝুড়িঝুড়ি | দুরুদুরু |

ধীরু আর বীরু দুই ভাই। ধীরু আর বীরুর দিদি তরু। বীরুর খুব বড় কুকুর। বহু দূর।

# য য় ষ ফ ঘ ম

ঘর যব মই
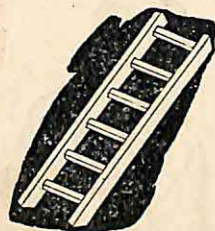
ভয় জয় আয় ঘাম

বরফ মামা
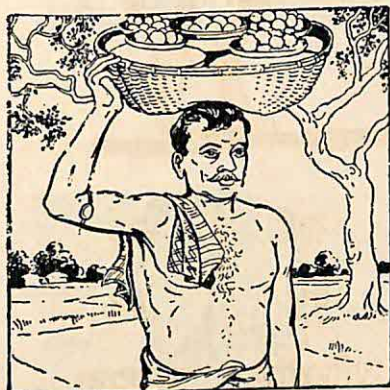
আরাম মুড়কি

ময়রা ময়ূর

আমরা বরষা

রামু ময়রা বাজার যায়। মাথায় তাহার ঝুড়ি ভরা খাবার। আয় ভাই আঙুর খাই।

# এ ঐ ঞ

এ—ে
ঐ—ৈ

এক এত এই

মেঘ মেষ বেদ

ভৈরব তৈয়ারী

একতারা ঐরাবত

হৈমবতী

ঐ দেখ একতারা। ভৈরব একতারা বাজায়।

বড় মিঞা।

বড় মিঞার বাড়ী।

বড় মিঞা বাড়ী যায়।

বিড়াল মিঞ মিঞ করে।

# ঢ ঢ় ট চ ছ ঠ

ঢাক ঢাকী ঢেউ

উট মাঠ চাকা

টক টিয়া টিকি

ছাতা ছাতিম চড়াই

আষাঢ় টিকটিকি

কাঠুরিয়া কাটে কাঠ।

চাষী করে মাঠে চাষ।

আষাঢ়ে মেঘ ডাকে।

মাছরাঙা মাছ ধরে।

# ন ল ণ শ গ প স

গ্ + উ = গু    র + ঊ = রূ    শ্ + উ = শু

নল লাল লবণ

সাধু পাতা শসা

নদী নথ গুরু

পশু রূপ রূপা

সাগর শশধর

সাধু যায়। গরু ঘাস খায়। আমরা গরুর দুধ খাই।
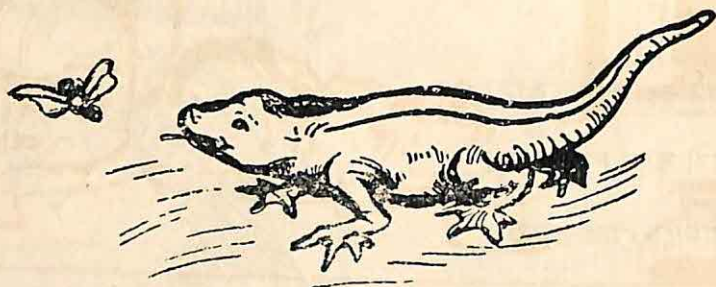
টিকটিকি টিক টিক সদা ঘাড় নাড়ে,
আশে পাশে দেখে শুধু চায় আড়ে আড়ে।

কে ধরেছে, কে মেরেছে,
কে দিয়েছে গাল ?
তাইত খুকু রাগ করেছে,
ভাত খায়নি কাল।

খুকুর পুষি টুক টুক, দুধ খায় চুক চুক।
মিঞ মিঞ ডাক ছাড়ে, পলায় পুষি চুপিসাড়ে।

# ও ঔ ঋ

ও—ো
ঔ—ৌ
ঋ—ৃ

ওল ঔষধ

দোয়াত বোতাম

নৌকা দৌড়

মৌমাছি মৃণাল বৃষ শৃগাল
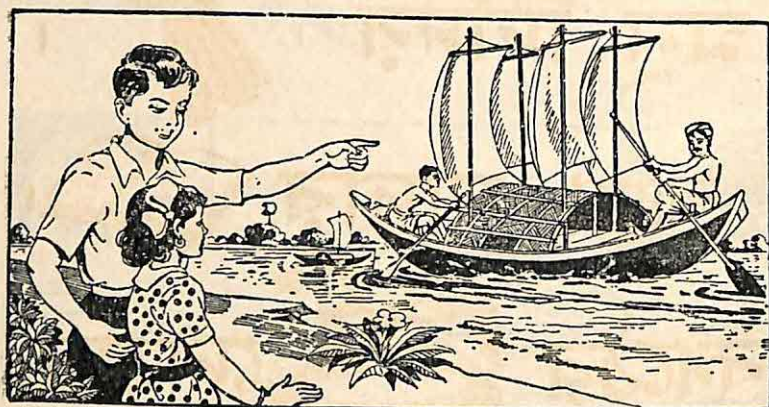
গৌর মাঝি হাল ধরেছে চৌদিকেতে পাল,
এই নৌকা চড়ে দাদা বৌ আনবে কাল।

ছবির কথা
দাদার । বাবার ।
দিদির । যায়।
আর ।
মনু দিদির ।
রাঙা দাদার ।
কাঠের দৌড়ায়।

# ৎ ং ঃ ঁ

সিংহ ফড়িং দুঃখ
হাঁস পেঁচা চাঁদ
জাঁতা সাঁতার
চিৎপাত চীৎকার
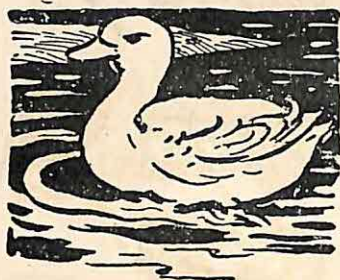
চাঁদ উঠেছে আকাশে। হাঁস জলে সাঁতার দেয়। পেঁচা চেঁচায় আঁধার রাতে। ফড়িং ওড়ে বাগানে।

সিংহ মামা, সিংহ মামা,

মাংস যদি চাও,

রাজহংস দেবো খেতে,

হিংসা ভুলে যাও।

খোকনমণির তিনটি
বিড়াল আছে। তাদের
গায়ের রং সাদা আর
কালোয় মেশানো।

আঁধারে তাদের চোখগুলো চকচক করে। ওরা দুধ আর মাছ খায়। সারাদিন খেলা করে আর খোকনমণির পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায়। রাতের বেলায় খোকনের কোল ঘেঁষে নরম বিছানার উপর শুয়ে থাকতে ওরা খুব ভালবাসে।

# ছড়া

হাস্‌ছি মোরা হাস্‌ছি দেখ,
হাস্‌ছি মোরা আহ্‌লাদি ;
তিন জনেতে জট্‌লা করে
ফোক্‌লা হাসির পাল্‌লা দি।
হাস্‌তে হাস্‌তে আস্‌ছে দাদা,
আস্‌ছি আমি, আস্‌ছে ভাই,
হাস্‌ছি কেন কেউ জানে না,
পায় যে হাসি হাস্‌ছি তাই।

—সুকুমার রায়
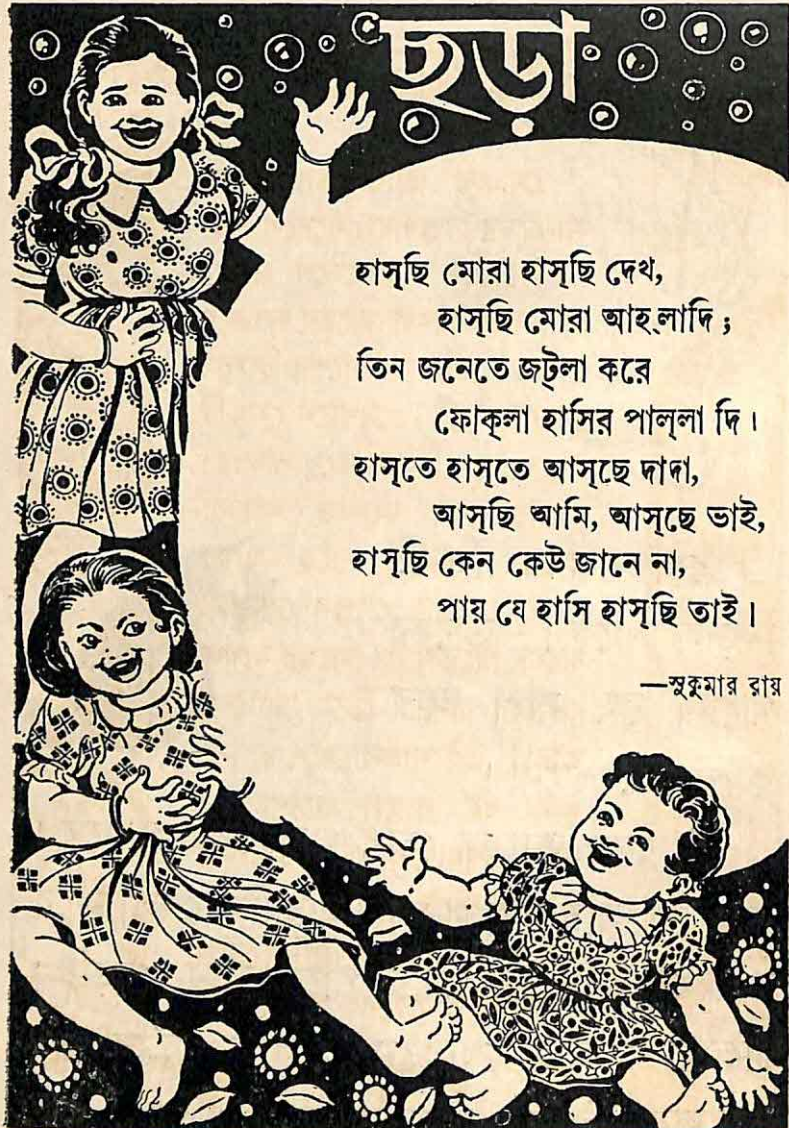
# আজব দেশ

সে এক ভারি মজার দেশ। আমাদের বিশুদাদা সেদেশে এক-বার গিয়েছিল। সেদেশে ডাঙার ওপর রুই কাৎলা মাছের দল চরে বেড়ায়। জলে আকাশের চিলেরা সাঁতার কাটে। সেখানে নেঙটি ইঁদুর দেখে বিড়াল ভয়ে পালায়। আবার বেল ফলেছে আমের ডালে। কাঁঠাল গাছে জাম। লাউয়ের ডগায় বেগুন ঝোলে। ধানের শীষে আম। গাছের মাথায় ঘোড়ার বাসা। ডিমে তা দেয় তারা। এই আজব দেশে ছাগল-ছানা বই বগলে পাঠশালাতে যায়। চশমা চোখে, ছাতি মাথায় হাঁসেরা হাঁটে পথে।

মজার দেশের মজার জিনিস দেখে বিশুদ্দাদা ত' হেসেই কুটিপাটি!

## খাপছাড়া
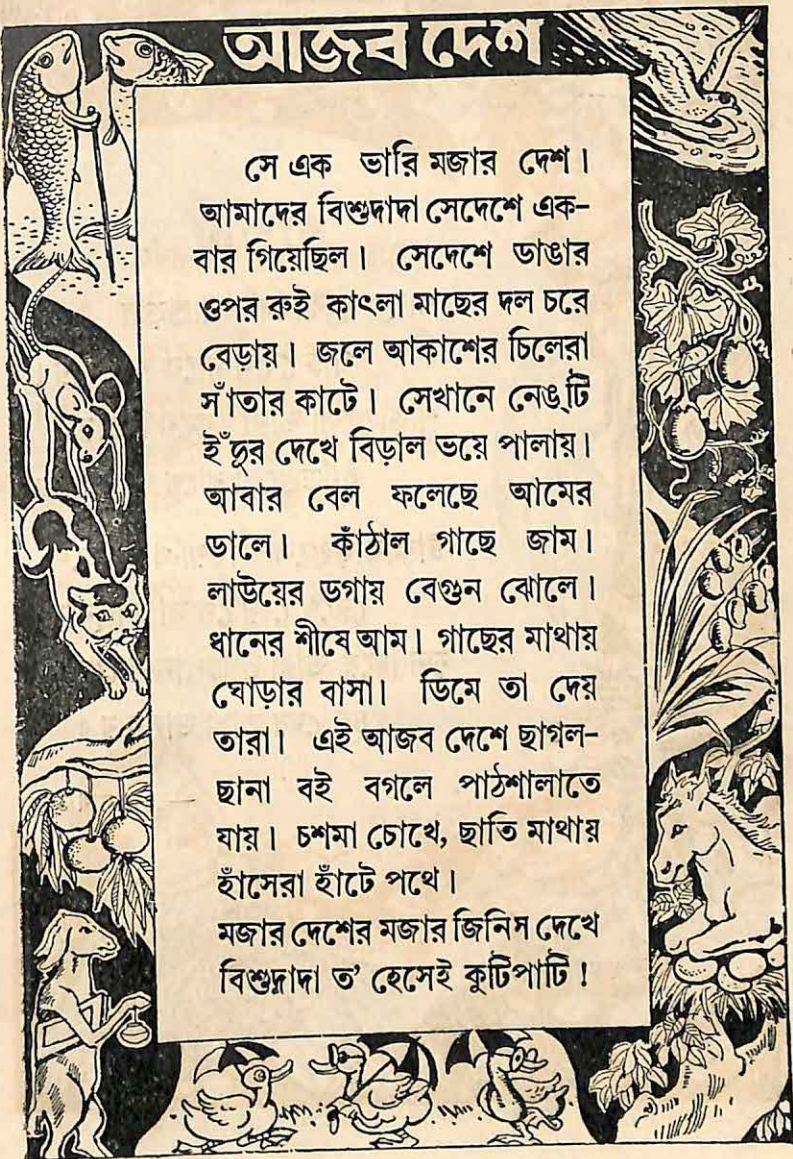
খান্‌ত বুড়ীর দিদি-শাশুড়ীর
    পাচ বোন থাকে কালনায়।
শাড়ীগুলো তারা উনুনে বিছায়,
    হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়॥

টাকাকড়িগুলো হাওয়া খাবে বলে
    রেখে দেয় খোলা জাল্‌নায়।
নুন দিয়ে তারা ছাঁচিপান সাজে,
    চুন দেয় তারা ডালনায়॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
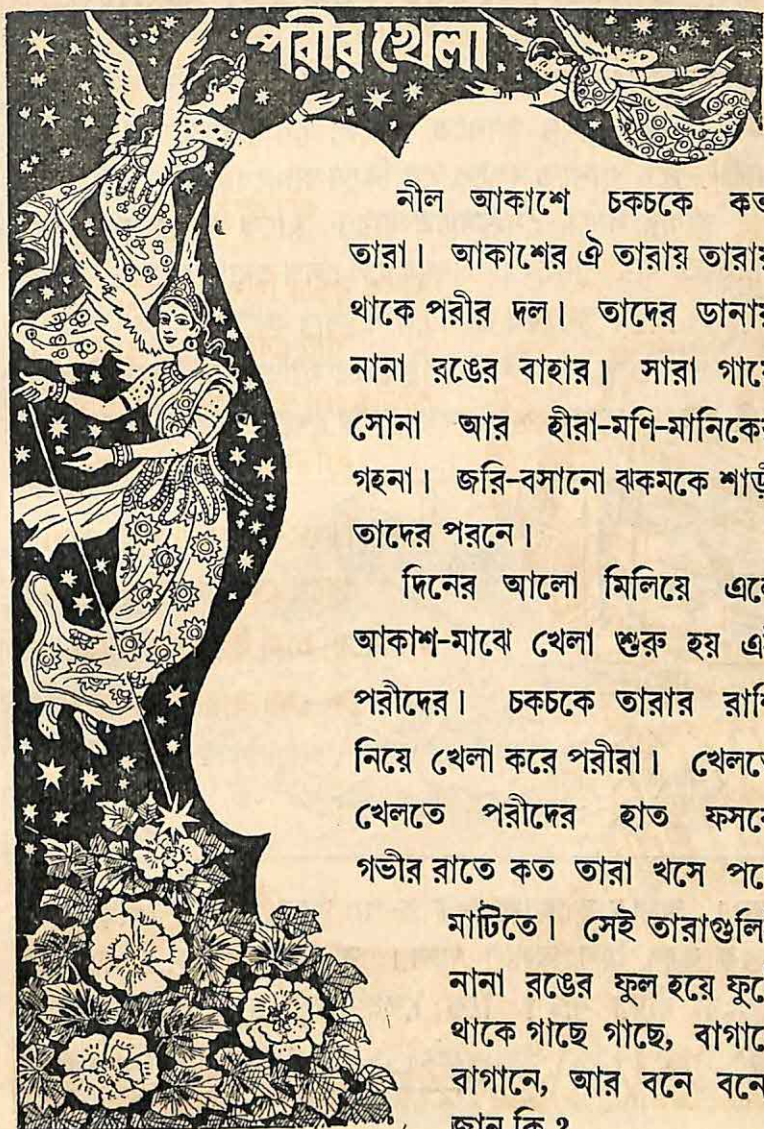
# পরীর খেলা

নীল আকাশে চকচকে কত তারা। আকাশের ঐ তারায় তারায় থাকে পরীর দল। তাদের ডানায় নানা রঙের বাহার। সারা গায়ে সোনা আর হীরা-মণি-মানিকের গহনা। জরি-বসানো ঝকমকে শাড়ী তাদের পরনে।

দিনের আলো মিলিয়ে এলে আকাশ-মাঝে খেলা শুরু হয় এই পরীদের। চকচকে তারার রাশি নিয়ে খেলা করে পরীরা। খেলতে খেলতে পরীদের হাত ফসকে গভীর রাতে কত তারা খসে পড়ে মাটিতে। সেই তারাগুলিই নানা রঙের ফুল হয়ে ফুটে থাকে গাছে গাছে, বাগানে বাগানে, আর বনে বনে। জান কি ?

# দুলাল পালের ছেলে ভুলাল

দুলাল পালের ছেলে ভুলাল। সব কাজে তার ভুল হবেই হবে। নুন কিনে আনতে বললে, সে কিনে আনবে চিনি। চিনি কিনে আনতে বললে, সে কিনে আনবে নুন।

খাবার সময়ে সে ঘুমাতে যায়। রাতে ঘুমের সময়ে সে নাইতে যায় পুকুরে। গরমকালে লেপ জড়ায় গায়ে। দারুণ শীতের রাতে পুকুরের জলে সে সাঁতার কাটতে নামে।

একদিনের কথা। ঘরে ছিল এক হাঁড়ি চুন। মনের ভুলে, দই ভেবে ভুলাল গপ্ গপ্ করে খেয়ে ফেললে অনেকখানি

চুন। আর যায় কোথা! হাত-পা তুলে তিড়িং তিড়িং নাচ শুরু করে দিল ভুলাল পাল। রাম-ছাগলের নাচ দেখেছ? কিংবা বাঁদর নাচ? ঠিক তেমনিতর নাচ নাচতে লাগল ভুলাল পাল।

---

? বলতে পারিস ?
বল্‌তে পারিস দাঁড়কাকেরা
রয় না কেন দাঁড়ে ?
হাঁসরা কেন বাস করে না
হাঁসপাতালের ধারে ?
বাবুই পাখী সেজে-গুজে
হয় না কেন বাবু ?
হাড়গিলেরা হাড় গেলে কি ?
বল্‌ ত দেখি হাবু ?
—সুনির্মল বসু
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
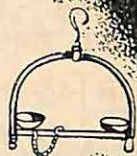
# মাকড়সার শিকার

ওটা কি ? ওটা মাকড়সার জাল।

তোমরা হয়ত মনে কর—মাকড়সার কোন কাজ নেই। শুধু শুধুই জাল বুনে বেচারীরা বুঝি বা হয়রান হয়। আসলে তা নয়। ঐ জাল হল ছোট ছোট পোকামাকড় আর মাছি ধরার ফাঁদ।

মাকড়সা শিকারের জন্য প্রায়ই জালের ঠিক মাঝখানটিতে চুপ করে বসে থাকে। কখনো কখনো আবার জাল ছেড়ে কোন পাতার আড়ালে লুকিয়ে অপেক্ষা করে। তখন পায়ের সঙ্গে রাখে জালের একগাছি সুতো। পোকামাকড় আর মাছি উড়ে এসে ঐ জালের গায়ে পড়লেই তারা জালে আট্‌কে যায়। মাকড়সা তখন টের পেয়ে ঐ শিকার ধরে খায়।

এক ছুতোর সারাদিন ধরে একখানি বড় কাঠের তক্তা চিরেছে। কাজটা শেষ হয় নি। তাই চেরা তক্তাখানার মাঝখানে একটা খিল পুঁতে রেখে সে বাড়ী গেছে। আবার পরদিন এসে কাজ করবে, তাই।

একটা বাঁদরের নজর পড়ল সেদিকে। সে এসে চড়ে বসল তক্তাখানার ওপর। তারপর টানাটানি শুরু করল তক্তার মাঝখানকার খিলটা নিয়ে। টানাটানিতে খিলটা গেল খুলে।
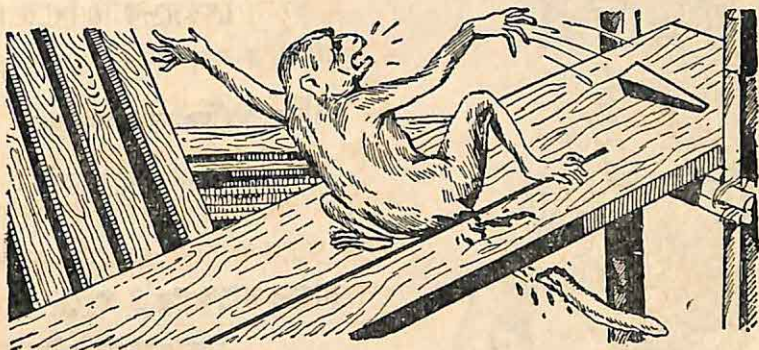
আর যায় কোথা! চেরা কাঠের তক্তাখানার ফাঁক দিয়ে বাঁদরটার লেজটা ঝুলছিল। কাঠের চাপে পট্ করে বাঁদরটার লেজটা গেল ছিড়ে। বাঁদরটা আর কি সেখানে থাকে! তিন লাফ মেরে পালাল সেখান থেকে।

---

# চিংড়ি মণির বিয়ে
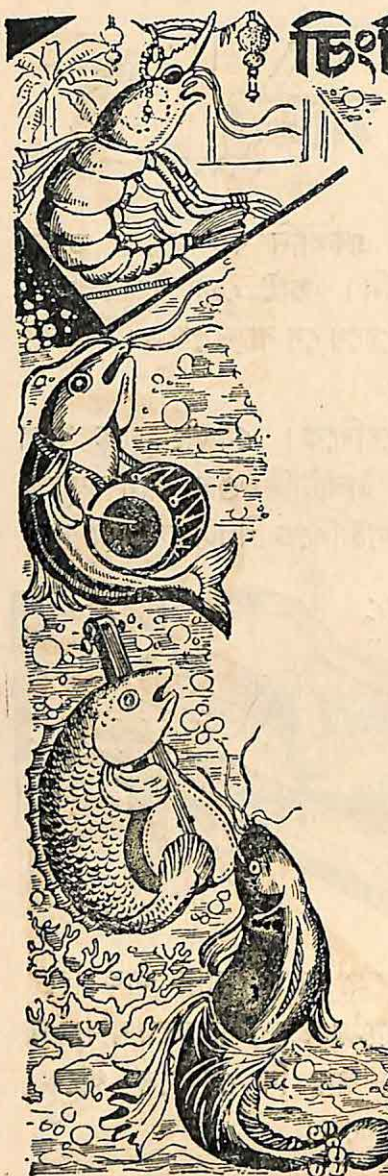
তিড়িং-তিড়িং শিঙি লাফায়—
চিংড়িমণির বিয়ে ;

ট্যাংরা-দাদা ঢোলক বাজায়
খেংরা-কাঠি দিয়ে ।

পিড়িং পিড়িং তানপুরাতে
তান ধরেছে কই,

মাগুর মাছে ঘুঙুর পায়ে
নাচ ধরেছে ওই ।

পিতল-কলস কাঁখে নিয়ে
চিতল গেল ঘাটে,

বোয়াল মাছে শিল-নোড়াতে
লংকা-হলুদ বাটে।

ছাঁদনাতলায় বর এসেছে
চুবড়ি মাথায় দিয়ে,
উলু দিয়ে শংখ বাজা,—
চিংড়িমণির বিয়ে!

—শ্রীগোবিন্দমোহন গুপ্ত

# মোরগ ও বক

মোরগ—ওরে বক! তোর অত দেমাক কিসের?
বক— কেন ভাই! তুমি আমার দেমাক দেখলে কিসে?
মোরগ—তুই সব সময় অমন মাথা উঁচু করে থাকিস, তাই বলছি। দেমাকে তোর দেখি মাটিতে পা পড়ে না! দেমাক যদি করতে হয়, তবে করা উচিত আমার। চোখ
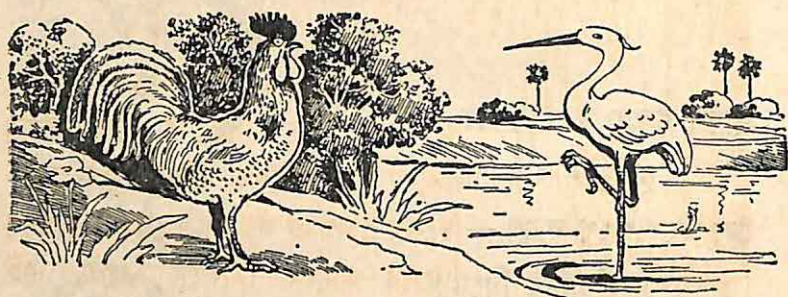
মেলে দেখ্, আমার পালকের কি বাহার! কত সোনা, কত রামধনুর রং। আর তোর পালকের রং ছাইয়ের মত, কুৎসিত।
বক— ঠিক কথা ভাই। বাইরের রূপ আমার নেই বটে। তবে আমি পাখা মেলে নীল আকাশে উড়ি। আর তুমি খাবারের খোঁজে জগতের যেখানে যত ময়লার রাশি, তার ভেতর ঘুরে ঘুরেই সারা হও। কোন্‌টা ভাল, বল ত ভাই?

---

# গাছের ঘুম

তোমরা সারাদিন ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি কর। এর ফলে বেলাশেষে আপনা থেকেই তোমাদের চোখ দুটি ঘুমে ঢুলে পড়ে। তখন তোমরা ঘুমাও। তোমরা যেমন ঘুমাও, গাছ-পালাও তেমনি ঘুমায়।

রাত হয়ে এলে তেঁতুল, বাবলা, আমলকী, লজ্জাবতী গাছের চেহারা দেখো। যদি দেখ, তাহলে দেখবে—দিনের বেলা ঐ সব গাছ কেমন তাজা! দিনের আলো মিলিয়ে এলে, এই সকল গাছের পাতাগুলি আপনা-আপনি বুজে আসে। একেই বলে গাছের ঘুম। আমরা যেমন চোখ বুজে ঘুমাই, এই সব গাছ তেমনি পাতা মুড়ে ঘুমায়।

ঘুমাবার সময়ে কোন কোন গাছের কেবল পাতাই জোড় বাঁধে না। জোড়-বাঁধা পাতা-গুলির বোঁটাও ঝুলে পড়ে।

# রূপকথা

এক রাজার ছেলে। ঘোড়ায় চেপে নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে, হাজির হলেন এক রাক্‌খসদের দেশে। রাক্‌খসেরা রাজকুমারকে দেখতে পেয়েই ছুটল তাঁকে ধরতে।

বিপদ দেখে রাজকুমার ছুটিয়ে দিলেন তাঁর ঘোড়া। রাক্‌খসেরা রাজকুমারের পিছু নিল। রাজকুমার ঘোড়ায় চড়ে ছুটছেন—রাক্‌খসেরাও ছুটছে তাঁর পিছনে।

খানিক বাদে রাজকুমার দেখলেন, রাক্‌খসেরা বেশ পিছিয়ে পড়েছে। তাদের আর দেখা যায় না। তাই একটু জিরিয়ে নিতে ঘোড়াটাকে দাঁড় করিয়ে তিনি বসলেন এক বটগাছের নীচে।

ঐ গাছের ওপর একজোড়া শুক-শারী বসে ছিল। রাজকুমারকে দেখে শুক শারীকে বললে—বেচারী রাজকুমার। বড় বিপদেই পড়েছে।

শারী—কি বিপদ ?

শুক—একদল রাক্‌খস রাজকুমারকে ধরতে আসছে।

শারী—আহা! বেচারীকে বাঁচাবার কি কোন উপায় নেই
শুক—আছে বই কি। এই বটগাছের গায়ে একটা কোটর
আছে। সেই কোটরে আছে একটা কৌটা। তার ভেতর
আছে একজোড়া ভোমরা। ঐ ভোমরা দুটি রাক্ষসদের
জীবন। ভোমরা দুটিকে বার করে এক কোপে যদি কাটতে
পারে রাজকুমার, তাহলে রাক্ষসগুলো অক্কা পায়।

শুক-শারীর কথা শুনে রাজকুমার তাড়াতাড়ি ঐ বটগাছে
উঠলেন। তারপর খুঁজে বের করলেন বটগাছের কোটর, আর
সেই কৌটা।

কৌটা খুলে বের করলেন ভোমরা দুটিকে। তারপর আর

কি! তলোয়ারের এক কোপে কেটে ফেললেন ভোমরা
দুটোকে।

রাক্ষসগুলো যে যেখানে ছিল, চোখ কপালে তুলে অক্কা
পেল। রাজকুমার রওনা হলেন নিজের দেশের দিকে।

# সাবাস বীর
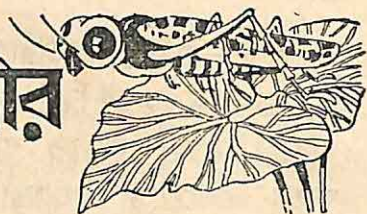
যেমন-তেমন নইকো আমি
বাবুর মত বাবু!
এক চুমুকে খেয়ে ফেলি
সাড়ে তিনপো সাবু!
গংগা-ফড়িং দেখলে পরে
অমনি ভয়ে কাবু!
কেউ-কেটা নইকো আমি
বীরের মত বীর,
একটি হাতে রামের ধনু
আর এক হাতে তীর,
মারলে তেগে কচুর পাতা
একেবারে চৌচির।

—যোগীন্দ্রনাথ সরকার
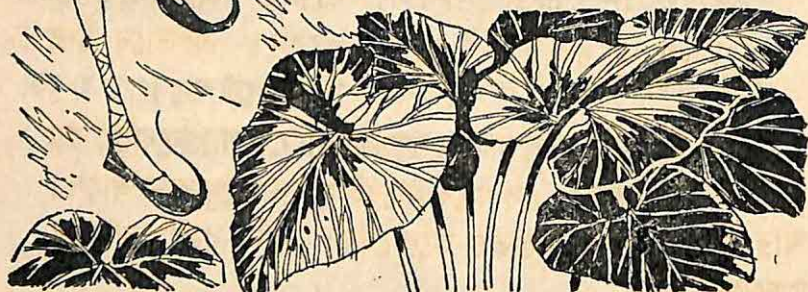
# রামের তাড়কা বধ

শ্‌+ব=শ্ব  জ্‌+ঞ=জ্ঞ

ত্‌+র=ত্র  ণ্‌+ড=ণ্ড

অনেক অনেক বছর আগেকার কথা। বিশ্বামিত্র নামে এক মুনি ছিলেন। তিনি দেবতার পূজা করেন, আর যাগ-যজ্ঞ করেন। এইভাবে তাঁর দিন কেটে যায়।

হঠাৎ এই মুনির তপোবনে তাড়কা নামে এক রাক্‌খসীর বড় উৎপাত শুরু হল। সে মাঝে মাঝেই মুনির তপোবনে আসে। আর মুনির যাগ-যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করে দেয়। মুনি বড়ই ভাবনায় পড়লেন।

শেষকালে রাজা দশরথের কাছে গিয়ে, মুনি তাঁর দুঃখের কথা বললেন। দশরথ তাঁর বড় ছেলে রামকে বিশ্বামিত্র মুনির সংগে পাঠিয়ে দিলেন তাড়কাকে মারতে।

দশরথের সেজ ছেলে রামের পাশে পাশে ছায়ার মত থাকতেন। কখনও রামের কাছ-ছাড়া হতেন না। তিনিও গেলেন রামের সংগে।

রাম আর তাঁর সেজ ভাই মুনির তপোবনের দিকে চলেছেন। পথে কেমন করে যেন মানুষের সাড়া পেয়ে আকাশের মেঘের ওপর ভর করে, দাঁত কিড়মিড় করতে করতে তাড়কা ছুটে এল। রাম দেখলেন—তাড়কা রাক্ষসীর ভীষণ চেহারা! তার চোখ-মুখ বিকটাকার! হাত-পায়ের নখ বড় বড়। আর কি ধারাল! দাঁতগুলো যেন মূলোর মত!

রাম কিন্তু তাড়কার ঐরকম ভীষণ চেহারা দেখে ভয় পেলেন না মোটেই। তিনি তাড়কার দিকে তীর ছুড়তে লাগলেন। একটার পর একটা তীর গিয়ে তাড়কার গায়ে বিঁধল।

তাড়কা তার দুহাত বাড়িয়ে হুড়মুড় করে ছুটে আসছিল রামকে ধরতে। কিন্তু তা সে পারলে না। রামের কাছাকাছি আসবার অনেক আগেই, রামের তীরের আঘাতে তাড়কা রাক্ষসী ছিট্‌কে পড়ল অনেক দূরে। তারপর? তারপর আর কি! চোখ কপালে তুলে মরে গেল তাড়কা।

---